জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাবি ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন পেয়েছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ এপ্রিল ২০১৯।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং (আই আর এস) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন পেয়েছে। এখন থেকে আই আর এস পরিবেশ বিজ্ঞান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল, আর্কিটেকচার, ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ভূতত্ত্ব, ফরেস্ট্রি, আরবান প্লানিং, ওশেনোগ্রাফি ও ইকোলজি বিষয়ক থিমে মাস্টার্স, এম. ফিল ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

ইনস্টিটিউটের জন্মবৃত্তান্ত বলতে গিয়ে ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, "স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে দুর্যোগ পূর্বাভাস, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্রের মাধ্যমে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং বায়ুমন্ডলীয় গবেষণা করার নিমিত্ত বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে মহাকাশ ও বায়ুমন্ডলীয় গবেষণা কেন্দ্র Space and Atmospheric Research Centre (এসএআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু Automatic Picture Transmission (এপিটি) গ্রাউন্ড স্টেশনটিকে এর আওতায় নিয়ে আসেন। ভূমি সম্পদ পর্যবেক্ষণে সক্ষম কৃত্রিম উপগ্রহ আবিষ্কারের পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার Earth Resource Technology Satellite (ইআরটিএস) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন যা পরবর্তীতে Bangladesh Landsat Programme (বিএলপি) নামকরণ করে ১৯৮০ সালে এসএআরসি সাথে একত্র করে স্পারসো গঠিত হয়। স্পারসো প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রক্ষণাবেক্ষণ, এ সংক্রান্ত গবেষণা, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটি পূর্নোদ্যমে কাজ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটটি ২০১৭ সালে নতুনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট (৩০১তম) থেকে অনুমোদন গ্রহন করে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করতে কাজ করে চলেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে ১৯৭৩-এ প্রবর্তিত প্রথম পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষা অংশের ৪৭৫ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণাধর্মী ইনস্টিটিউট খোলার জন্য সুপারিশ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া ও ডিজিটাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণে কাজ করে চলেছে আই আর এস। এরই ধারাবাহিকতায় ইনস্টিটিউটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড বিতরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ সেক্টরকে আধুনিকায়ন (বাস ট্রাকিং সিস্টেম, ডিজিটাল রিকুইজিশন), ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স ও এনট্রেন্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত কাজে সহায়তা করে চলেছে।"

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস